ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহা নিরীক্ষক (Comptroller & Auditor General) :

ভূমিকা : ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান হল সরকারি হিসেবের সমরূপতা এবং তাদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নিরীক্ষা (audit)। ১৭৫৩ সালে ভারতে প্রথম হিসেব ও নিরীক্ষা বিভাগ চালু হয়। ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহা নিরীক্ষকের অফিসটি ভারতে শুরু হয় ১৮৫৭ সালে, লর্ড ক্যানিং আর্থিক প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর পর থেকে। এই ব্যবস্থায়, বাংলা, বম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হিসাব পরীক্ষার অফিসগুলিকে একত্রে আনা হয় এবং একজন

Scanned with CamScanner

অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অধীনে আনা হয়। ১৯২০-২১ সালের মন্টফোর্ড সংস্কার চালু হওয়ার পর স্বাধীন হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ১৯১৯ সালের আইনে মহানিরীক্ষককে ভারত সরকার থেকে পৃথক করা হয়। ১৯৩৫ সালের আইনে তাঁর পদটিকে আরও জোরদার করা হয় এবং চাকরিতে নিরাপত্তার ব্যাপারে তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পরেও এই আইনের দায় চলতে থাকে।

১৯৫০ সালে স্বাধীনতার পরবর্তী সংবিধান বলবৎ হলে মহানিরীক্ষকের অফিসটির নতুন নামকরণ হয় ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহা নিরীক্ষকের (Comptroller & Auditor General) অফিস। পাইলীর মতে 'ব্যয়-নিয়ন্ত্রক' কথাটি জুড়ে দিলেও এর তাৎপর্যে ততটা হেরফের হয় না কারণ এই অফিসারের প্রধান কাজই হল হিসাবপত্র নিরীক্ষণ করা।[১৬]

নিয়োগ ও চাকরির শর্ত : ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহানিরীক্ষক (সি. এ. জি.) সংবিধানের ১৪৮ নং ধারা অনুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। ভারতীয় সংসদ ১৯৫৩ সালে ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহানিরীক্ষক (চাকরির শর্ত) আইন প্রণয়ন করে, যে আইনটি ১৯৭১ সালে সংশোধিত হয়। এই আইনে চাকরির শর্তাবলীর উল্লেখ আছে। সি. এ. জি.-র চাকরির মেয়াদ ৬ বছর অথবা তাঁর ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, যেটি আগে হয়। এইভাবে তাঁকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের সঙ্গে সমমর্যাদাসম্পন্ন করা হয়েছে এবং তিনি প্রতি বছর ৩০,০০০ টাকা বেতন পান। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে তাঁকে বার্ষিক অবসর-ভাতা দেওয়া হয়। স্বাধীন ও ভয়শূন্য চিত্তে তাঁকে দিয়ে কর্তব্য সম্পন্ন করানোর জন্য অবসরের পর তাঁকে আর সরকারি পদে পুনর্নিয়োগ করা হয় না। ১৯৬০ সালে তৃতীয় অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অশোক চন্দের পুনর্নিয়োগ জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর বিতর্ক তুলেছিল।[১৭] সি. এ. জি.-র বেতন, ভাতা ও অবসরকালীন ভাতা সংসদের ভোটে নির্ধারিত হয় না; ওইগুলি সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund) থেকে ব্যয় করা হয়। তাঁর চাকরির মেয়াদকালের মধ্যে ওই গুলি নির্দিষ্ট হারে বর্ধিত হয়। অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হল এই যে, তাঁর পদটি রাষ্ট্রপতির ইচ্ছে অনুযায়ী তিনি অধিকার করেন না। অযোগ্যতা ও প্রমাণিত অবমাননার দায়ে তিনি সংসদের উভয় কক্ষের যুগ্ম অভিযোগে পদচ্যুত হন। অন্যান্য ব্যাপারে সচিব পর্যায়ভুক্ত অভিজ্ঞ আই. এ. এস. অফিসারের সমতুল তাঁর পদমর্যাদা ও চাকরির শর্তাবলী।

Scanned with CamScanner

কার্য ও দায়িত্ব :

সি. এ. জি.-র প্রধান প্রধান ক্ষমতা ও দায়িত্বগুলি এইরকম :

(১) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারগুলির যেসব খরচ সঞ্চিত তহবিল থেকে হয়, সেগুলির হিসাব নেওয়া।

(২) আকস্মিক তহবিল (Contingency Funds) ও কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সরকারি হিসাব নিরীক্ষণ ও তাদের উপর রিপোর্ট পেশ করা।

(৩) বাণিজ্যিক, উৎপাদক, লাভজনক, ক্ষতিজনক ইত্যাদি সমস্ত প্রকার হিসাব (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের করা) নিরীক্ষণ ও তাদের উপর রিপোর্ট পেশ করা।

(৪) ১৯৭১ সালের আইন পাশ হওয়ার পর নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির খরচের উপর হিসেব নেওয়া ও রিপোর্ট পেশ করা : (ক) কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজস্ব থেকে অর্থপ্রাপ্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠান, (খ) সরকারি কোম্পানি, ও (গ) অন্যান্য কর্পোরেশন অথবা প্রতিষ্ঠান।

মনে রাখা দরকার যে, ১৯৭৬-এর সংবিধান সংশোধনের আগেই আয়-ব্যয় পরীক্ষা থেকে হিসাবকে পৃথকীকরণ ও বিভিন্ন মন্ত্রক বা বিভাগের হিসাবের বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এর জন্য সি. এ. জি. কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত হিসাব জড়ো করছিলেন। দায়িত্ব সুসম্পন্ন করার জন্য, সমস্ত হিসাবের বই, স্টোর, অফিস, অর্থদপ্তর—সমস্ত কিছুর দরজা সি. এ. জি.-র কাছে খোলা থাকবে। তিনি এসবের বার্ষিক রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপালের কাছে প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতি রিপোর্টটি সংসদের উভয় কক্ষের কাছে ও রাজ্যপাল রিপোর্টটি বিধানসভার কাছে রাখেন।

সি. এ. জি.-র ভূমিকা : সরকারি অর্থকড়ির সংসদীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যয়নিরীক্ষা বা আয়-ব্যয় পরীক্ষা একটি অতিপ্রয়োজনীয় অঙ্গ। উচ্চতম আয়-ব্যয় পরীক্ষক হিসেবে সি. এ. জি.-র কর্তব্য হল আর্থিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে সংবিধান ও সংসদীয় আইনকে গুরুত্ব দেওয়া। ১৯৭৬-এর পূর্বে তাঁর কর্তব্য ছিল আয়-ব্যয় পরীক্ষা ও সমস্ত আর্থিক লেনদেনের হিসাব রাখা—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয় ক্ষেত্রেই। ব্রিটিশ আমলে হিসাব রাখার ব্যাপারটি কোনো একজনের উপর ছিল না। সেযুগে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি হিসাব রাখার দায়িত্ব পালন করত।

Scanned with CamScanner

সি. এ. জি. এখন মুখ্য আয়-ব্যয় পরীক্ষক যিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত খরচের হিসাব রাখার ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

অশোক চন্দ নিজেই এই সি. এ. জি.-র পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে সি. এ. জি.-র কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন। সংসদ নিয়ম-বহির্ভূত কোনো খরচ করেনি—এইটুকু সম্পর্কে আশ্বস্ত করাই কেবল সি. এ. জি.-র দায়িত্ব নয়। জ্ঞান, বিশ্বস্ততা ও স্বল্প খরচ—এই তিনটি নীতিকে অনুসরণ করে তবেই খরচ হয়েছে—এ ব্যাপারেও তাঁকে নিশ্চিত হতে হবে। এইভাবে, শ্রী চন্দ আয়-ব্যয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। প্রাক্তন সি. এ. জি. টি. এন. চতুর্বেদী, তাঁর অডিট রিপোর্টে বফর্স লেনদেনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সর্বসমক্ষে দেখিয়ে একটি বিরাট বিতর্কের অবতারণা করেছিলেন। কিন্তু এই বিশদ বিশ্লেষণ সত্ত্বেও একথা সত্য যে, আয়-ব্যয় পরীক্ষা ও তার রিপোর্টে সি. এ. জি.-র করণীয় বিষয় খুবই স্বল্প। আয়করের রিসিট-ও যে এখন সি. এ. জি.-র পরীক্ষার আওতায় আনা হচ্ছে—এটি সি. এ. জি.-র পক্ষে খুবই স্বস্তিজনক।

ডি. ডি. বসু জানান, "যদিও তাঁর অফিসের পদটি ব্যয়নিয়ন্ত্রক ও মহানিরীক্ষক, তবুও এদেশে তিনি মূলত মহানিরীক্ষকের কাজটিই করে থাকেন। সঞ্চিত তহবিল থেকে ব্যয় করা অর্থের উপর তাঁর তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বহু দপ্তরকেই সি. এ. জি.-র সই ছাড়াই চেক ভাঙিয়ে টাকা তোলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। খরচের সময় সেই খরচ পরীক্ষা করা ছাড়া বিশেষ কিছু দেখার কর্তৃত্ব সি. এ. জি পাননি।"[১৮] যদি সংসদের অনুমোদনের বাইরে কোনো বিভাগ কোনো খরচ করে ফেলে, তবে সি. এ. জি. সে ব্যাপারে কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেবেন কিনা—সে বিষয়ে সংবিধান নীরব।

সি. এ. জি.-র স্বাধীনতা :

সি. এ. জি. যদি কয়েকটি সাংবিধানিক সুরক্ষা ও সুযোগসুবিধা না পান, তাহলে তিনি কখনই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন না। ভারতীয় সংবিধানে সি. এ. জি.-র স্বাধীনতা নিম্নলিখিত উপায়ে সুরক্ষিত থাকে :

(১) সি. এ. জি.-কে পদচ্যুত করা খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সংসদের উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে ও উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির আদেশে প্রমাণিত অযোগ্যতা ও অবমাননার দায়ে তাঁকে পদচ্যুত করা যায়।

Scanned with CamScanner

(২) তাঁর বেতন ও চাকরির শর্তাবলী তিনি পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে সুবিধার দিক দিয়ে বর্ধিত হতে থাকে।

(৩) সি. এ. জি. পদ থেকে সরে যাওয়ার পর তিনি কোনো সরকারি পদে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না।

সি. এ. জি.-র স্বাধীনতা নিয়ে এ যাবৎ কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি ও তাঁর রিপোর্ট ও মন্তব্যগুলিকে যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে।

মূল্যায়ন : সি. এ. জি.-র ভূমিকা ও উপযোগিতা নিয়ে দু-ধরনের মত চালু আছে। একদিকে, কারো কারো মতে তিনি প্রচণ্ড জরুরি এক সরকারি কর্মচারি। অপরদিকে, পল অ্যাপ্‌ল্‌বি-র ক্ষমাহীন, নির্দয় সমালোচনায় : সি. এ. জি.-র পদটি অবিলম্বে তুলে দেওয়া উচিত। তিনি বলেন : পদটি ব্রিটিশ শাসন থেকে অনুকরণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আয়-ব্যয় নিরীক্ষক ভাল প্রশাসন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানেন না এবং তাঁর কাছ থেকে ভাল প্রশাসন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু আশাও করা হয় না। আয়-ব্যয় নিরীক্ষার কাজটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ অথচ যার পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। অ্যাপ্‌ল্‌বি আরও বলেন : বিভাগীয় সমস্যা সম্পর্কে সি. এ. জি. ও তাঁর সমস্ত কর্মচারিদের তুলনায় উপ-সচিব অনেক বেশি জানেন। সি. এ. জি.-র প্রচুর সংখ্যক রিপোর্টও প্রায়শই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এর উত্তরে বলা যায়, সি. এ. জি.-র কার্যাবলী বিষয়ে অ্যাপ্‌ল্‌বি বড় বেশি নির্দয় হয়ে পড়েছিলেন। প্রথমত ভারতীয় প্রশাসনের সমগ্র কাঠামোটিই ব্রিটিশ শাসনের অনুকরণ; কেবলমাত্র সি. এ. জি.-র অফিসটি নয়। দ্বিতীয়ত, সরকার জনসাধারণের অর্থের অছি এবং এই অছিব্যবস্থার কখনই অবমাননা হওয়া উচিত নয়। আয়-ব্যয় নিরীক্ষাই একমাত্র কাজ যার মাধ্যমে এই অছিব্যবস্থা সযত্নে সংরক্ষিত হয়। তৃতীয়ত সি. এ. জি.-কে যে ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, তা সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খায়।

সবশেষে, বি. আর. আম্বেদকরের ধারণাটি স্মরণ করা যেতে পারে। গণপরিষদের বিতর্কে তিনি বলেন : সি. এ. জি সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আধিকারিক কারণ ইনিই দেখেন সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ সদুপায়ে ব্যয় হচ্ছে কি-না। যেহেতু, আয়-ব্যয় নিরীক্ষার কাজটি অত্যন্ত জটিল ও নানা খুঁটিনাটিতে পরিপূর্ণ, সেহেতু তিনি সর্বদাই সমালোচিত হতে পারেন। কিন্তু, যাতে জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থ নয়-ছয় না হয়, তা নিশ্চিন্ত করাই সি. এ. জি.-র কাজ ও এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্যই সি. এ. জি. পদের সৃষ্টি হয়েছে।

Scanned with CamScanner